17

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 08 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ভর্তি পরীক্ষা এবং ভর্তি কোচিং

দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটু নামিদামি হলেই ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে ভর্তি হওয়ার উপায় নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার প্রথা চালু হয়ে গিয়েছে। এর প্রধান কারণ ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ নেই। বিশেষ করে রাজধানীতে নামি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যার তুলনায় ভর্তির জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা অনেক বেশি। কিছুটা হুজুগও আছে। অন্যদিকে মফস্বল এলাকায় বহু স্কুল-কলেজও ছাত্রছাত্রী পায় না। এদের নামডাক নেই। শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণেরও অভাব।

আবেদনকারীদের মধ্য থেকে ছাত্রছাত্রী বেছে নেয়ার জন্য দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভর্তি পরীক্ষা চালু করেছে। এসব পরীক্ষাও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে পড়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় যত নম্বরই পাক না কেন সে ছাত্র বা ছাত্রীকে নামিদামি কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য পরীক্ষা দিতে হবে। মেডিক্যাল কলেজ বা কোন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় হলে তো কথাই নেই। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করার পরও ভর্তি হওয়ার জন্য আরেকটি পরীক্ষা কেন দিতে হবে, এই দু' পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য যথেষ্ট নয় কেন এসব নিয়ে কেউ আর প্রশ্ন তোলে না। বিষয়টি নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কোন আলোচনাও হয় না। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক সবাই মেনে নিয়েছেন। সবাই চেষ্টা করছেন 'টু বিট দি সিস্টেম'। সিস্টেমের গলদ নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না।

পুরনো দিনে স্কুলের পাঠশেষে ছাত্রছাত্রীরা 'এন্ট্রান্স' পরীক্ষা দিতেন। পরীক্ষার নামই বলে দিচ্ছে যে তা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারের পরীক্ষা। এই পরীক্ষার নাম বদলে যখন 'ম্যাট্রিকুলেশন' করা হলো তখনও একই অর্থ বজায় থাকলো। তারপর 'ম্যাট্রিক', এফএ, আইএ, আইএসসি, আইকম ইত্যাদির বদলে এসএসসি-এইচএসসি চালু হয়ে গেল এবং কিছুদিন পর উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষ এসব পরীক্ষার অবমূল্যায়ন করা শুরু করলেন। ভর্তির জন্য এ দু'টি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করার চল প্রায় উঠেই যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করার লোকের অভাব নেই এদেশে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই চায় ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের মধ্য থেকে যোগ্যতর ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করতে। এদেশে বহুদিন ধরে 'ম্যাট্রিক' ও 'ইন্টারমিডিয়েট' পরীক্ষার নম্বরের ওপর ভিত্তি করে ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করা হতো। তাতে যোগ্য প্রার্থীরা বাদ পড়তো বা অযোগ্য প্রার্থীদের ভিড় হতো এমন প্রমাণ কেউ দিতে পারবেন না। অবশ্য ভর্তি করার কোন পদ্ধতিই 'ফুল প্রুফ' হতে পারে না। যোগ্যতর প্রার্থী বেছে নেয়ার ব্যাপারে যত সাবধানতা অবলম্বন করা হোক না কেন কিছু ছাত্র শেষ বিচারে অযোগ্য প্রমাণিত হতে বাধ্য। পৃথিবীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তাই হয়। অতএব এতদিনের অভিজ্ঞতার পর সব ধরনের ভর্তি পরীক্ষা তুলে দেয়া যায় কিনা ভেবে দেখা উচিত।

ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির জন্য মেধা বিচারের আরেকটি সমস্যা সৃষ্টি করেছে 'ভর্তি কোচিং'। শহরের আনাচেকানাচে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য কোচিং সেন্টার। এসব সেন্টারে উচ্চ ফি'র বিনিময়ে ভর্তি পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার কায়দাকানুন শেখানো হয়। যাদের পয়সা খরচ করার ক্ষমতা আছে তারা পরীক্ষার ব্যাপারে খানিকটা 'চটপটে' হয় সত্য; কিন্তু মেধা যাচাইয়ের পদ্ধতি বানচাল করে দেয়। মফস্বল এলাকার এবং গরিব ছাত্রছাত্রীরা কোচিংয়ের সুযোগ পায় না বলে মেধা থাকা সত্ত্বেও প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। আমাদের শিক্ষা কর্মকর্তারা যেসব কারণে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর পুরোপুরিভাবে নির্ভর করতে চান না, ঠিক সেসব কারণেই ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলও বিশ্বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ভর্তি পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের হয়রানি ও টাকাপয়সা খরচ করার পেছনে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। এ কাজে কি ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্বদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ভর্তি পরীক্ষা তার সর্বশেষ উদাহরণ।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দু'টির প্রাপ্ত নম্বরের ওপর ভিত্তি করে ভর্তির পদ্ধতি পুনর্বহাল করলে কারো কোন ক্ষতি হবে না। একমাত্র ভর্তি কোচিং সেন্টারগুলোর ব্যবসা মাঠে মারা যাবে। তাদের জন্য ভর্তি পরীক্ষা বাঁচিয়ে রাখতে কেউ চান বলে আমরা জানি না—ছাত্রছাত্রী-অভিভাবক তো নয়ই।